ভোরের কাগজ

তারিখ .... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...

21 2002

এবার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ

অনিয়মের অভিযোগ তুলে আকস্মিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত

রাশিদুল হাসান : রাজধানীর অন্যতম বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তেজগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ মো: আব্দুর রশীদকে গতকাল সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি বিএনপির সাংসদ মেজর (অব.) এম এ মান্নান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বহিষ্কারের কারণ হিসেবে উক্ত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এনে তা সুষ্ঠুভাবে তদন্তের জন্য অধ্যক্ষকে সাময়িক বহিষ্কার করার বিষয় উল্লেখ করা হয়। তবে বহিষ্কারের বিষয়টিকে সংশ্লিষ্টরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিক এবং অগণতান্ত্রিক উপায়ে অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আব্দুর রশীদের বহিষ্কারের বিষয়টিকে তারা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত, গত ১৬ জুলাই রাজধানীর আরেক নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুলের অধ্যক্ষ হামিদা আলীর অপসারণের ৩ দিনের মাথায় অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদকে বহিষ্কার করা হলো।

এদিকে বহিষ্কৃত অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদ তার বহিষ্কারের বিষয়টিকে নিয়মবহির্ভূত হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন এর বিরুদ্ধে আমি আইনের আশ্রয় নেবো।

অধ্যক্ষ মো: আব্দুর রশীদ

অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদের চাকরির বয়সসীমা শেষ হওয়ার ১৭ বছর আগেই তাকে অধ্যক্ষের পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা যায়, গত ৬ এবং ৮ জুলাই কলেজ গভর্নিং বডির যে সভা হয় তাতে অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদকে বহিষ্কারের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সভায় গভর্নিং বডির ৩ জন সদস্য অধ্যক্ষকে বহিষ্কারের পক্ষে এবং ৩ জন সদস্য এর বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। এরপর গতকাল হঠাৎ করেই গভর্নিং বডির সভাপতি সাংসদ মেজর (অব.) এম এ মান্নান স্বাক্ষরিত অধ্যক্ষকে বহিষ্কারের চিঠি তার কাছে পৌঁছলে কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অধ্যক্ষকে অপসারণের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া কলেজে পড়বে বলে আশঙ্কা

● শেষ পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১.

এবার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার

● প্রথম পাতার পর

করছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণ।

তেজগাঁও কলেজে বিভিন্ন শিক্ষক বহিষ্কারের এ ঘটনাকে গভর্নিং বডির সংশোধিত বিধি ১৯৯৮-এর লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, উক্ত বিধিতে কোনো শিক্ষককে অব্যাহতি অথবা সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে হলে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করার সুযোগদান করতে হবে। কিন্তু গভর্নিং বডির সভাপতি অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনেছে সে সব অভিযোগ খণ্ডন করার সুযোগ দেওয়া হয়নি তাকে। বিশেষ করে বরখাস্তপত্রে সংবাদপত্রের বরাত দিয়ে যে সব অভিযোগের কথা বলা হয়েছে সে বিষয়ে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগই দেওয়া হয়নি।

বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই উক্ত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করার কৌশল গ্রহণ করা হয়। একই সঙ্গে তাকে সরানোর জন্য সংশ্লিষ্ট মহল কলেজের গভর্নিং বডিতে অধ্যক্ষবিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ সম্পন্ন করে। এ লক্ষ্যে গভর্নিং বডির ৩ জন সদস্যের মেয়াদ থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়।

গভর্নিং বডির ৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধির মেয়াদ গত ৪ ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়া সত্ত্বেও কলেজের শিক্ষকদের বেশির ভাগ অধ্যক্ষ রশীদের পক্ষে থাকায় নতুন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন করা হচ্ছে না। এর ফলে ১২ সদস্যের গভর্নিং বডিতে এখন সদস্য আছেন ৯ জন। এই ৯ জনের মধ্যে অধ্যক্ষসহ দুএকজন ছাড়া বাকি সবাই সরকারি কর্মকর্তা বা সরকারি দলের সমর্থক। এমনকি তেজগাঁও কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমেদ চৌধুরীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নিং বডির সদস্য করা হয়েছে। তোফায়েল আহমেদের চাকরির মেয়াদ ১৯৯৮ সালের ২৫ জুন (৬২ বছর পূর্ণ করে) শেষ হলে, গভর্নিং বডি বিধি মোতাবেক আব্দুর রশীদকে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গভর্নিং বডিতে বর্তমান অধ্যক্ষকে কোণঠাসা করা হয়। গভর্নিং বডির অধ্যক্ষের পক্ষের ২ জন সদস্যকে টেলিফোনে ক্রমাগত হুমকি দিয়ে তাদেরকে সভায় উপস্থিত হতে বাধা দেওয়া হয়।

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে কয়েক মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর একটি নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করে। নিরীক্ষা কার্যে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কোনো আর্থিক অনিয়ম পাওয়া যায়নি বলে জানা যায়। তবে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ভবন নির্মাণ পদ্ধতিগত কিছু ত্রুটি আছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। এ নিয়ে গত ২ এপ্রিল গভর্নিং বডির জরুরি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় অনিয়মের বিষয়ে নিরীক্ষা অধিদপ্তরের রিপোর্ট সম্পর্কে অধ্যক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হয়।

অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদ গত ১৮ এপ্রিল তার জবাব দেন। তবে উত্তর বর্ণনামূলক হওয়ায় পরবর্তী সময়ে গভর্নিং বডি সংক্ষেপে উত্তর দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদকে নির্দেশ দেয়। পরে অধ্যক্ষের জবাব নিয়ে গত ১৩ মে গভর্নিং বডির সভায় আলোচনা হয়। উক্ত সভায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সে সভায় অধ্যক্ষকে কোনোরকম বহিষ্কারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হলেও গতকাল হঠাৎ করেই গভর্নিং বডির সভাপতি অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদকে সাময়িকভাবে বহিষ্কারের কথা উল্লেখ করে চিঠি প্রেরণ করেন।